এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭)

ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

ভূমিকাঃ

প্রথাগত ব্যাংকিং সেবা মূলতঃ উন্নত ভৌত অবকাঠামো নির্ভর। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির বাংলাদেশের সিংহভাগ জনগোষ্ঠীর বাস গ্রামীণ জনপদে, ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নের পর্যাপ্ততার অভাবে যেখানে এখনো প্রথাগত ব্যাংকিং সেবা পুরোপুরি বিকশিত হয়নি। ফলশ্রুতিতে একবিংশ শতাব্দীতে এসেও দেশের মোট জনসংখ্যার বিরাট অংশ থেকে গেছে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বাইরে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বৃদ্ধি ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং অর্থনীতিতে ইতিবাচক সম্ভাবনা তৈরির পথে অন্তরায়। ফলে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বাইরের জনসংখ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের চলমান আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion) কার্যক্রমের আওতায় ব্যাংকিং সেবাকে ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৩ সাল থেকে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম অনুমোদন করে। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মূল লক্ষ্য অ-ব্যাংক এজেন্টের মাধ্যমে জনগণকে ব্যয়সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা। গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল রাখার ক্ষেত্রে এজেন্ট ব্যাংকিং বেশ জনপ্রিয় এবং কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে পরিচিতি লাভ করছে। এ প্রেক্ষিতে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবাকে অধিকতর নিরাপদ; সুসংবদ্ধ ও গ্রাহকবান্ধব করার লক্ষ্যে এজেন্ট ব্যাংকিং এর বিদ্যমান নীতিমালাসমূহ হালনাগাদ করে পূর্ণাঙ্গ আকারে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে Prudential Guidelines for Agent Banking Operation in Bangladesh জারি করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক হতে এ পর্যন্ত ১৮ টি তফসিলি ব্যাংক-কে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৪ টি ব্যাংক মাঠ পর্যায়ে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গাইডলাইনে সংযোজিত রিপোর্টিং ফরমেট মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এজেন্ট ব্যাংকিং প্রতিবেদন প্রেরণ করছে এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট হতে উক্ত তথ্য পর্যালোচনাপূর্বক নিয়মিতভিত্তিতে এজেন্ট ব্যাংকিং সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে।

১.১। নিচে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী ১৪ টি ব্যাংকের এজেন্ট ও আউটলেট এর সংখ্যাভিত্তিক তথ্য তুলে ধরা হলো:

ছকঃ ১

ক্রঃ নং	ব্যাংক	এজেন্টের সংখ্যা			আউটলেটের সংখ্যা		
		শহর	গ্রাম	মোট	শহর	গ্রাম	মোট
১।	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	১৭০	৪২১	৫৯১	২২৯	১,২৭৪	১,৫০৩
২।	ব্যাংক এশিয়া লি.	৬৯	১,৩৭১	১,৪৪০	৭৫	১,৪২২	১,৪৯৭
৩।	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	৯	৭৩	৮২	১১	১০১	১১২
৪।	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	০	৬	৬	১	৬৫	৬৬
৫।	মধুমতি ব্যাংক লি.	০	২০০	২০০	০	২০০	২০০
৬।	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	৭	৪৩	৫০	৭	৪৩	৫০
৭।	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	১	২	৩	৩০	৪৮৫	৫১৫
৮।	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	১	১৭	১৮	১	১৭	১৮
৯।	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৬	১১৯	১২৫	৬	১১৯	১২৫
১০।	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	০	১৫	১৫	০	১৫	১৫
১১।	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	০	৫	৫	০	৫	৫
১২।	দি সিটি ব্যাংক লি.	৩	৯	১২	৩	১৭	২০
১৩।	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	০	২৯	২৯	০	২৯	২৯
১৪।	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	১	০	১	১	১	২
	মোট	২৬৭	২,৩১০	২,৫৭৭	৩৬৪	৩,৭৯৩	৪,১৫৭

ছক-১ এ এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী ব্যাংকসমূহের শহর ও গ্রামকেন্দ্রিক এজেন্ট ও আউটলেট এর সংখ্যাভিত্তিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি. কর্তৃক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করায় বর্তমানে ১৪ টি ব্যাংক এর সর্বমোট ২,৫৭৭ টি এজেন্ট এর আওতায় ৪,১৫৭ টি আউটলেটের মাধ্যমে সারাদেশে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক প্রায় সবগুলি ব্যাংক, গ্রাম ও শহরে আউটলেট স্থাপনের অনুপাত ৩ঃ১ অনুসরণ করছে। এজেন্টের সংখ্যার দিক থেকে ব্যাংক এশিয়া লি. শীর্ষে অবস্থান করলেও আউটলেট বিস্তৃতিতে ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি. এগিয়ে আছে, যার ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত মোট আউটলেটের সংখ্যা ১,৫০৩ টি। আউটলেট বিস্তৃতিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে আছে যথাক্রমে ব্যাংক এশিয়া লি. ও এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.।

উল্লেখ্য যে, ২০১৬ সালের ডিসেম্বর ভিত্তিক ত্রৈমাসিকে এজেন্ট ও আউটলেটের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,৬৪৬ এবং ২,৬০১ টি। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে এর সংখ্যা দাঁড়ায় ২,৫৭৭ এবং ৪,১৫৭ টি। এক বছরে এজেন্ট ও আউটলেটের সংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৫৬.৬% এবং ৫৯.৮%। ২০১৬ সালে যেখানে ১০ টি ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, ২০১৭ সালে সেখানে ১৪ টি ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক এ ব্যাংকিং সেবাটি দ্রুতই গ্রাহক-প্রিয় হয়ে উঠছে।

২০১৬ ও ২০১৭ সালের এজেন্ট ও আউটলেটের সংখ্যাভিত্তিক তুলনা নিম্নরূপ ঃ

চিত্র-১

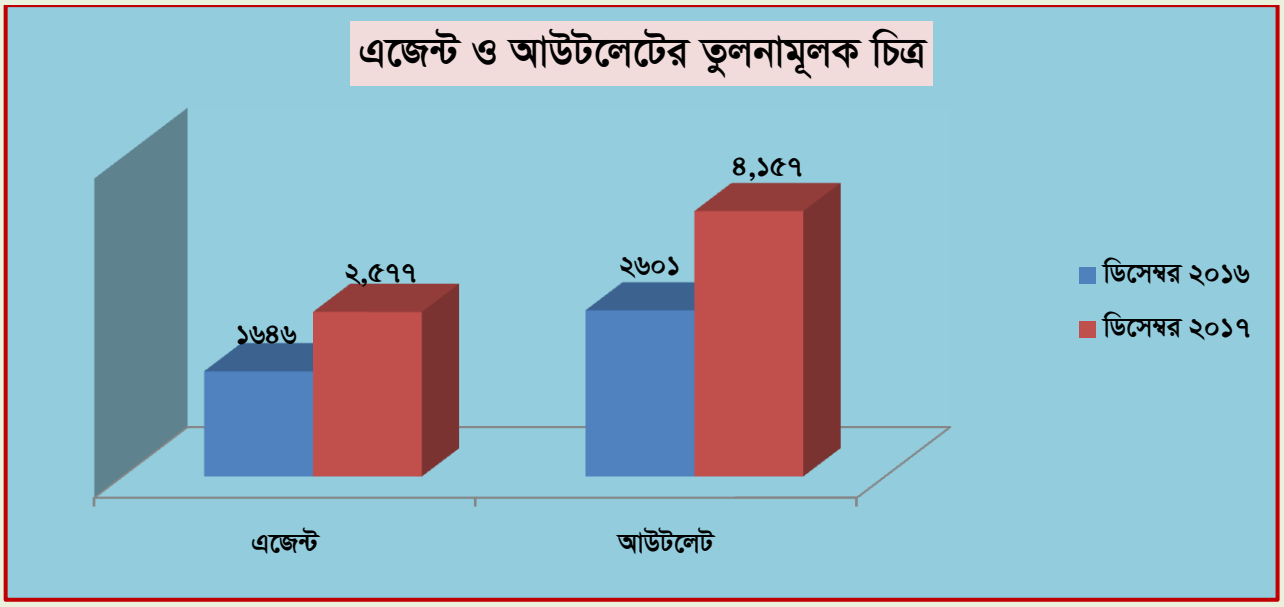

২.১। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা হিসাবসমূহের (খাতওয়ারী) তথ্য নিম্নরূপঃ

ছকঃ ২

ক্রঃ নং	ব্যাংক	হিসাব সংখ্যা								
		শহর (১)	গ্রাম (২)	পুরুষ (৩)	নারী (৪)	অন্যান্য (৫)	চলতি (৬)	সঞ্চয়ী (৭)	অন্যান্য (৮)	মোট (১)+(২) =(৩)+(৪)+(৫) =(৬)+(৭)+(৮)
১।	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	১,৪৪,২৫৭	৬,০৯,৭০৪	৫,৭০,৭৫৫	১,৮৩,২০৬	০	১৫,৪৩৪	৬,৭১,৫৩৭	৬৬,৯৯০	৭,৫৩,৯৬১
২।	ব্যাংক এশিয়া লি.	২৩,১৯২	২,৮৯,০৫৫	১,৬৪,২২৫	১,৩৮,২৭৯	৯,৭৪৩	১৭,৫৪৫	২,৬৩,১৫৬	৩১,৫৪৬	৩,১২,২৪৭
৩।	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	২,৯৮৩	৬৭,৭৯১	৪৩,৭৬৩	২৭,০১১	০	৫,৮৬৬	৫১,২৮৫	১৩,৬২৩	৭০,৭৭৪
৪।	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	৪৫	১৯,১২৫	৯,৪৩৪	৯,৭৩৬	০	৮০	১৮,২৮৮	৮০২	১৯,১৭০
৫।	মধুমতি ব্যাংক লি.	০	৯,০১৭	৫,৫১৫	৩,৫০২	০	৫১৩	৮,৩২১	১৮৩	৯,০১৭

ক্রঃ নং	ব্যাংক	হিসাব সংখ্যা								
		শহর (১)	গ্রাম (২)	পুরুষ (৩)	নারী (৪)	অন্যান্য (৫)	চলতি (৬)	সঞ্চয়ী (৭)	অন্যান্য (৮)	মোট (১)+(২) =(৩)+(৪)+(৫) =(৬)+(৭)+(৮)
৬।	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১,৭০৬	১২,৫৭১	৮,৮৭৭	৫,৪০০	০	৯৩২	১০,৫৮৩	২,৭৬২	১৪,২৭৭
৭।	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	২,০০৮	৪,৬৮৮	৪,০৮৩	২,৬১৩	০	৪৩	৫,৩৫৫	১,২৯৮	৬,৬৯৬
৮।	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	৪১৯	৪,৫০৬	৩,২০৫	১,৭২০	০	৬৮৫	৩,২৯৮	৯৪২	৪,৯২৫
৯।	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৩২৯	১২,২০২	৮,১০৬	৪,৪২৫	০	১,১৭০	১১,৩৬১	০	১২,৫৩১
১০।	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	০	৬,৩৬১	৪,৩০৮	২,০৫৩	০	৮৩৮	৪,৫১১	১,০১২	৬,৩৬১
১১।	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	০	৫১১	৩৪০	১৭১	০	৫২	৩৫২	১০৭	৫১১
১২।	দি সিটি ব্যাংক লি.	১,০১৩	১,৪৯৮	২,০৫১	৪৬০	০	৬১০	১,৫৭২	৩২৯	২,৫১১
১৩।	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	০	১,৩১৯	৯৬২	৩৫৭	০	৮৩	৮৪৯	৩৮৭	১,৩১৯
১৪।	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	৬১	৬	৪৯	১৮	০	৩	৬৪	০	৬৭
	মোট	**১,৭৬,০১৩**	**১০,৩৮,৩৫৪**	**৮,২৫,৬৭৩**	**৩,৭৮,৯৫১**	**৯,৭৪৩**	**৪৩,৮৫৪**	**১০,৫০,৫৩২**	**১,১৯,৯৮১**	**১২,১৪,৩৬৭**

ছক-২ হতে দেখা যায় যে, ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ১৪ টি ব্যাংকের মাধ্যমে খোলা মোট হিসাব সংখ্যা ১২,১৪,৩৬৭ টি। চলতি ত্রৈমাসিকে ব্যাংকগুলো এজেন্টের মাধ্যমে খোলা হিসাবসমূহের (শহর/গ্রাম, নারী/পুরুষ, চলতি/সঞ্চয়ী বা অন্যান্য হিসাব ভিত্তিক) তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করেছে। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে খোলা ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা প্রায় ০৬ গুণ, যা এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ।

আরও দেখা যায়, এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা মোট হিসাব সংখ্যার ৬০ শতাংশেরও অধিক হিসাব ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লি. এর এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা হয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ব্যাংক এশিয়া লি. এবং আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.। এজেন্টের মাধ্যমে খোলা মোট হিসাবসমূহের চিত্র নিম্নরূপঃ

চিত্রঃ ২

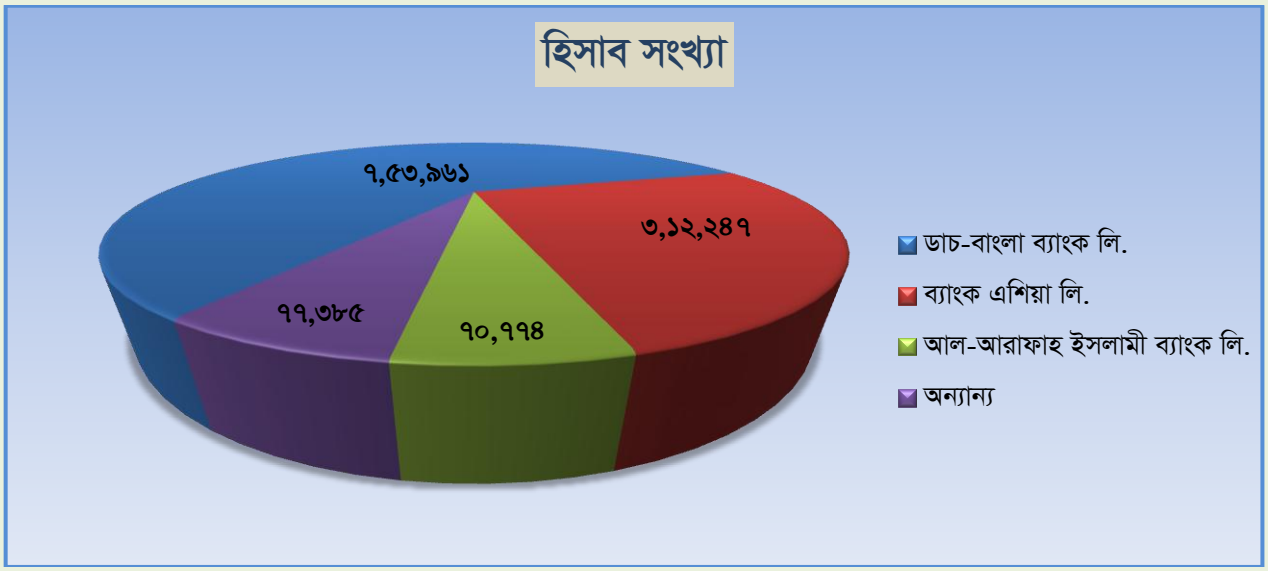

২.২। এজেন্ট ব্যাংকিং হিসাবসমূহের সংখ্যাভিত্তিক ত্রৈমাসিক তুলনা নিম্নরূপঃ

ছকঃ ৩

ক্রঃ নং	ব্যাংক	হিসাব সংখ্যা				
		জুন/২০১৭	সেপ্টেম্বর/২০১৭	ডিসেম্বর/২০১৭	পরিবর্তন (ডিসেম্বর -সেপ্টেম্বর)	পরিবর্তন (শতাংশে)
১।	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	৫,৭৫,১৮৫	৬,৮২,৯৭৯	৭,৫৩,৯৬১	৭০,৯৮২	১০.৩৯%
২।	ব্যাংক এশিয়া লি.	২,০১,১১১	২,৩৭,২৭৮	৩,১২,২৪৭	৭৪,৯৬৯	৩১.৬০%
৩।	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	৪৯,৮০৯	৬০,৫৪২	৭০,৭৭৪	১০,২৩২	১৬.৯০%
৪।	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	১৬,৭৩৯	১৭,৮০৪	১৯,১৭০	১,৩৬৬	৭.৭০%
৫।	মধুমতি ব্যাংক লি.	৫,৩০৬	৬,৬১৩	৯,০১৭	২,৪০৪	৩৬.৪০%
৬।	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	৬,৫৪৭	৯,৭৫২	১৪,২৭৭	৪,৫২৫	৪৬.৪০%
৭।	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৫,০০৬	৫,৭২৫	৬,৬৯৬	৯৭১	১৬.৯৬%
৮।	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	৩,০২০	৩,৯৪৩	৪,৯২৫	৯৪২	২৪.৯০%
৯।	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৬,৫৬১	৮,০৪৮	১২,৫৩১	৪,৪৮৩	৫৫.৭০%
১০।	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	৩,২৫০	৪,১৬৫	৬,৩৬১	২,১৯৬	৫২.৭৩%
১১।	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	৮৩	২৬২	৫১১	২৪৯	৯৫.০৪%
১২।	দি সিটি ব্যাংক লি.	২৪৮	৯০৯	২,৫১১	১,৬০২	১৭৬.২৪%
১৩।	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	০	২২২	১,৩১৯	১,০৯৭	৪৯৪.১৪%
১৪।	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	০	০	৬৭	--	--
	মোট	**৮,৭২,৮৬৫**	**১০,৩৮,২৪২**	**১২,১৪,৩৬৭**	**১,৭৬,১২৫**	**১৭%**

ছক-৩ হতে দেখা যাচ্ছে যে, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭ মেয়াদে ১৪ টি ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের মাধ্যমে মোট ১২,১৪,৩৬৭ টি হিসাব খোলা হয়েছে। তন্মধ্যে ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি., ব্যাংক এশিয়া লি. ও আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. কর্তৃক যথাক্রমে ৭,৫৩,৯৬১ টি, ৩,১২,২৪৭ টি ও ৭০,৭৭৪ টি হিসাব খোলা হয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে খোলা নতুন হিসাবের সংখ্যা ১,৭৬,১২৫ টি, যা থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, শেষ ত্রৈমাসিকের তুলনায় নতুন হিসাবের পরিমাণ ১৭% বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে পুরুষ ও মহিলার হিসাব সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩,৮৫,৩৮৭ ও ১৫৯,১৪৯ টি। ২০১৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮,২৫,৬৭৩ ও ৩,৭৮,৯৫১ টি। পুরুষ ও মহিলার হিসাব সংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১১৪.২% ও ১৩৮.১%। ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে মোট হিসাব সংখ্যা বেড়েছে ১২৩%। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, গ্রাহক সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বেড়েছে। তবে, লক্ষ্যণীয় যে, পুরুষের তুলনায় নারীদের হিসাব সংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ বেশি। নিচের চিত্রে তা তুলে ধরা হলো।

চিত্র ঃ ৩

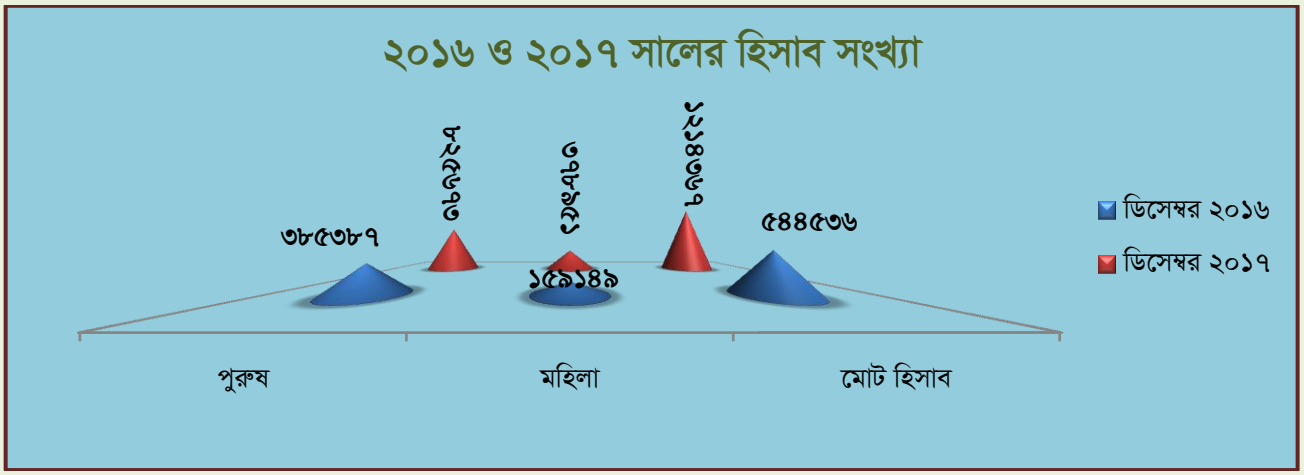

আমানতঃ

৩.১। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা হিসাবসমূহে আমানতের (খাতওয়ারী) পরিমাণ নিচে তুলে ধরা হলোঃ

ছকঃ ৪ *(লক্ষ টাকায়)*

ক্রঃ নং	ব্যাংক	হিসাবে স্থিতি								
		শহর (১)	গ্রাম (২)	পুরুষ (৩)	নারী (৪)	অন্যান্য (৫)	চলতি (৬)	সঞ্চয়ী (৭)	অন্যান্য (৮)	মোট (১)+(২) =(৩)+(৪)+(৫) =(৬)+(৭)+(৮)
১।	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	১০,৬৬৩.৪০	৩৪,৫২৭.০৪	৩২,৯৬৪.৩৯	৮,৯২৬.৩২	৩,২৯৯.৭২	২,৯২৭.৬৭	৩৩,০৫৭.৮৪	৯,২০৪.৯১	৪৫,১৯০.৪৩
২।	ব্যাংক এশিয়া লি.	৩,৮৫১.৯৫	২২,৭৮২.৪০	১৫,১৫১.২৪	৮,২৬৯.৯৫	৩,২১৩.১৬	৩,৭৬০.৬৩	১৩,৬০৬.৪০	৯,২৬৭.৩২	২৬,৬৩৪.৩৫
৩।	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	৩১,৩৯৩.৩১	২৭,৯৬২.২১	৫৩,০১১.২৮	৬,৩৪৪.২৪	০	২,৯২৩.৩১	৮,৯৪৩.২৪	৪৭,৪৮৮.৯৭	৫৯,৩৫৫.৫২
৪।	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	২.১৫	১৭৭.৬	১৪১	৩৮.৯৩	০	৫৩.৩	৬৫.৮৩	৬০.৫৬	১৭৯.৭৫
৫।	মধুমতি ব্যাংক লি.	০	২৩২.১৬	১৮৫.১০	৪৭.০৬	০	১৯.৪০	১৮৯.০৫	২৩.৭১	২৩২.১৬
৬।	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১,২২১.৫৩	৩,০৫৮.৭৪	৩,২১০.২০	১,০৭০.০৬	০	৭৬৪.৭১	১,৯৪৩.৩৩	১,৫৭২.২২	৪,২৮০.২৭
৭।	এনআরবিসিব্যাংক লি.	৪০.০১	১২০.০২	১১২.০২	৪৮.০১	০	২.২৯	৪৩.৬৪	১,১৪.১০	১৬০.০৩
৮।	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	৪৯.৩৩	৬৯৯.৯৭	৬০৮.৩৬	১৪০.৯৪	০	১৫১.৭৫	৪২৩.৬৩	১৭৩.৯২	৭৪৯.৩০
৯।	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৬০১.৬৮	৭৯.১৬	৫০২.২০	১৭৮.৪৭	০	১২১.১০	৫৫৯.৭৫	০	৬৮০.৮৫
১০।	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	০	১,২৩৯.৩৯	১,০৭৮.৯৪	১৬০.৪৫	০	৩৬৫.১২	৩০৯.৬০	৫৬৪.৬৭	১,২৩৯.৩৯
১১।	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	০	১৪৯.৩৬	১৩৬.৮৭	১২.৪৯	০	৪৭.৮৭	২৩.২৪	৭৮.২৪	১৪৯.৩৬
১২।	দি সিটি ব্যাংক লি.	৫৪৩	১৮৩	৬৭০	৫৬	০	২৯৯	২১৯	২০৮	৭২৬
১৩।	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	০	৩৬১.২৩	২৪৫.৯২	১১৫.৩১	০	১১৯.৩২	১৬৩.৮০	৭৮.১১	৩৬১.২৩
১৪।	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	০.৩১	০.০১	০.২২	০.১০	০	০.০১	০.৩১	০	০.৩২
	মোট	৪৮,৩৬৬.৬৭	৯১,৫৭২.২৯	১,০৮,০১৭.৭২	২৫,৪০৮.৩৩	৬,৫১২.৮৮	১১,৫৫৫.৪৭	৫৯,৫৪৮.৩৫	৬৮,৮৩৪.৭৩	১,৩৯,৯৩৮.৯৬

ছক-৪ হতে দেখা যায় যে, এজেন্ট ব্যাংকিং পরিচালনাকারী ১৪ টি ব্যাংকের মাধ্যমে খোলা বিভিন্ন ধরণের হিসাবে সর্বমোট আমানতের পরিমাণ ১,৩৯,৯৩৮.৯৬ লক্ষ টাকা। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এজেন্ট ব্যাংকিং হিসাবসমূহে আমানতের খাতওয়ারী (শহর, গ্রাম, পুরুষ, নারী, নারী/পুরুষ ব্যতীত সংস্থা/সংগঠন, চলতি, সঞ্চয়ী ও অন্যান্য) সুনির্দিষ্ট তথ্য এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তথ্য পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে নারীদের অনুকূলে খোলা ৩,৭৮,৯৫১ টি হিসাবের বিপরীতে চলতি ত্রৈমাসিকে মোট ২৫,৪০৮.৩৩ লক্ষ টাকা আমানত রয়েছে। এছাড়া, গ্রামাঞ্চলে খোলা ১০,৩৮,৩৫৪ টি হিসাবের বিপরীতে চলতি ত্রৈমাসিকে সর্বমোট ৯১,৫৭২.২৯ লক্ষ টাকা আমানত রয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে নারী-পুরুষের বাইরে সংস্থা/সংগঠনের নামেও হিসাব খোলা হচ্ছে এবং সেখানেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আমানত রয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে এ ধরনের হিসাবে মোট ৬,৫১২.৮৮ লক্ষ টাকা আমানত রয়েছে। হিসাবসমূহের মোট আমানতের চিত্র নিচে তুলে ধরা হলোঃ

চিত্রঃ ৪

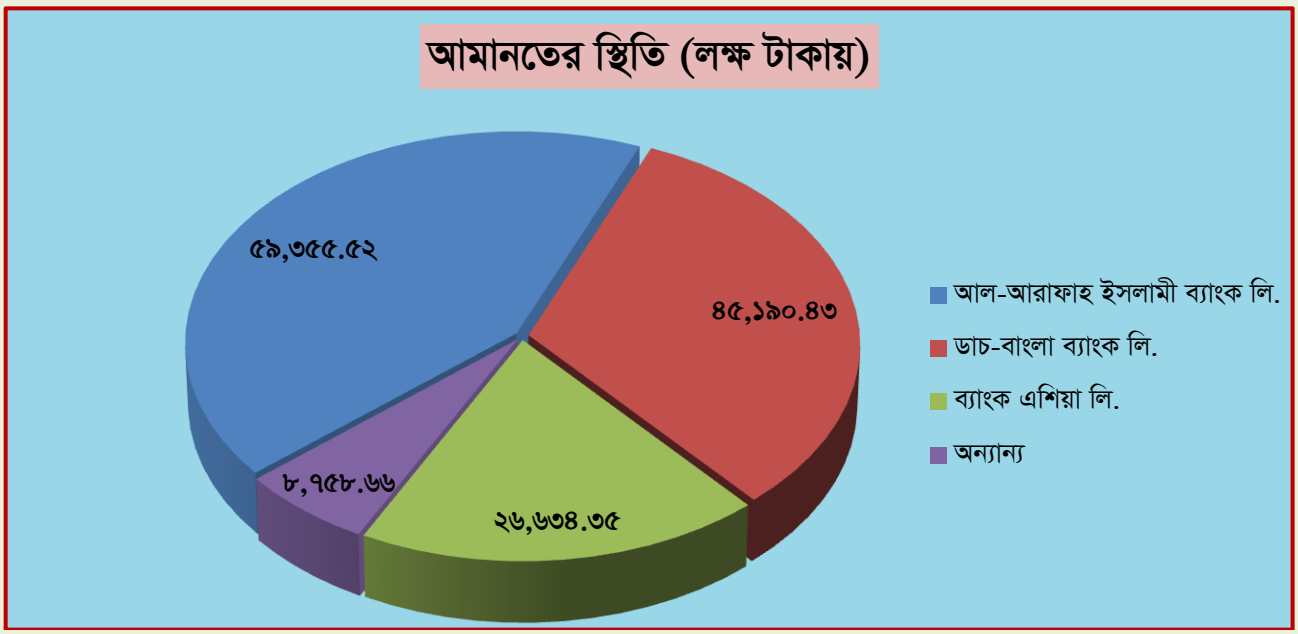

উল্লেখ্য যে, ২০১৬ সালে মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৩৮,০৬৮ লক্ষ টাকা। ২০১৭ সালে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমে ব্যাংকের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমানতের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৩৯,৯৩৮.৯৬ লক্ষ টাকা। এজেন্ট ব্যাংকিং থেকে গত বছরের তুলনায় ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধি পেয়েছে ২৬৭.৬%। ২০১৬ ও ২০১৭ সালের মোট আমানতের তুলনা নিম্নরূপঃ

চিত্র ঃ ৫

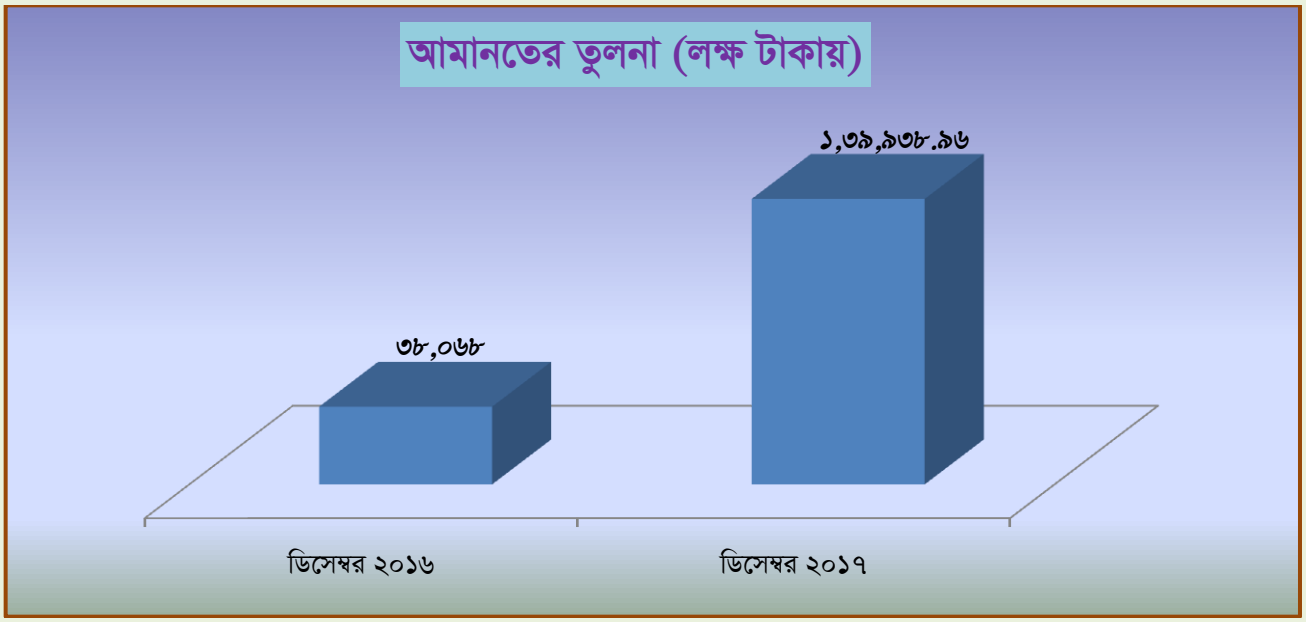

৩.২। এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটে খোলা ব্যাংক হিসাবে আমানতের ত্রৈমাসিক তুলনা নিম্নরূপঃ

ছকঃ ৫ *(লক্ষ টাকায়)*

ক্রঃ নং	ব্যাংক	আমানত				
		জুন/১৭ পর্যন্ত (১)	সেপ্টেম্বর/১৭ পর্যন্ত (২)	ডিসেম্বর/১৭ পর্যন্ত (৩)	পরিবর্তন =(৩)-(২)	পরিবর্তন (শতাংশে)
১।	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	২৮,৬৪৩.০০	৩৭,৪৭৩.৩৯	৪৫,১৯০.৪৩	৭,৭১৭.০৪	২০.৬%
২।	ব্যাংক এশিয়া লি.	১৪,০৯৬.০০	১৮,৫৪৯.৩৯	২৬,৬৩৪.৩৫	৮,০৮৪.৯৬	৪৩.৬%
৩।	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	১৯,২৭৪.০০	৩১,৪৬৮.১৫	৫৯,৩৫৫.৫২	২৭,৮৮৭.৩৭	৮৮.৬%
৪।	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	৮১.০০	৭৩.০৬	১৭৯.৭৫	১০৬.৬৯	১৪৬.০%
৫।	মধুমতি ব্যাংক লি.	৮৯.০০	১৬২.৬০	২৩২.১৬	৬৯.৫৬	৪২.৮%
৬।	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১,৬৮৫.০০	২,৬৯৮.৯৯	৪,২৮০.২৭	১,৫৮১.২৮	৫৮.৬%
৭।	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	১৩৭.০০	১২২.২৮	১৬০.০৩	৩৭.৭৫	৩০.৯%
৮।	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	৫০২.০০	৫৫০.৬১	৭৪৯.৩০	১৯৮.৬৯	৩৬.১%
৯।	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৯৬.০০	১১৭.০০	৬৮০.৮৫	৫৬৩.৮৫	৪৮১.৯%
১০।	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	৪৩২.০০	৫৮২.৬৩	১,২৩৯.৩৯	৬৫৬.৭৬	১১২.৭%
১১।	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	৮.০০	৪৫.০৫	১৪৯.৩৬	১০৪.৩১	২৩১.৫%
১২।	দি সিটি ব্যাংক লি.	৭৮.০০	৩২৯.৫৫	৭২৬	৩৯৬.৪৫	১২০.৩%
১৩।	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	০	৩৫.৬৯	৩৬১.২৩	৩২৫.৫৪	৯১২.১%
১৪।	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	০	০	০.৩২	০	০
	মোট	৬৫,১২১.০০	৯২,২০৮.৩৯	১,৩৯,৯৩৮.৯৬	৪৭,৭৩০.২৫	৫১.৮%

ছক-৫ হতে দেখা যায় যে, চলতি ত্রৈমাসিকে সর্বমোট আমানতের পরিমাণ গত ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৫১.৮% বৃদ্ধি পেয়ে ১,৩৯,৯৩৮.৯৬ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে গত ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সব ক'টি ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমানতের পরিমাণে শীর্ষে অবস্থান করছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি. এবং আমানত বৃদ্ধিতে শীর্ষে রয়েছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.। দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি. সর্বশেষ ত্রৈমাসিকে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে বিধায় এর পরিবর্তন বিবেচ্য নয়। আমানতের গতিধারা নিম্নরূপঃ

চিত্রঃ ৬

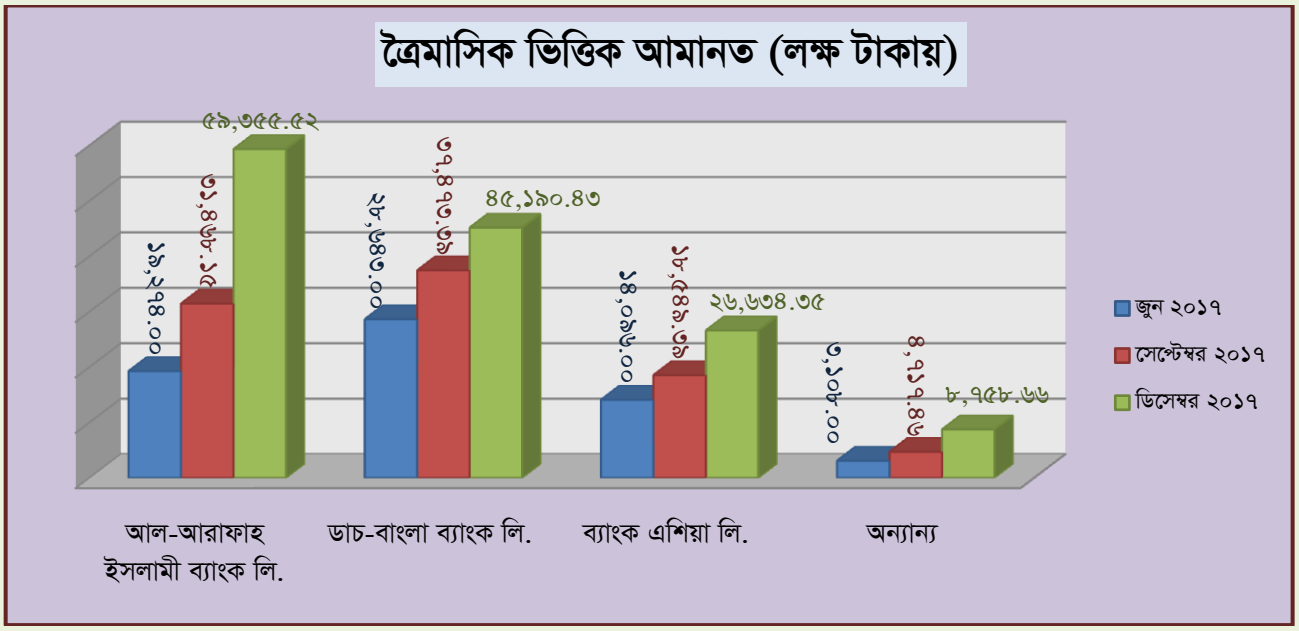

ঋণ বিতরণ:

৪.১। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের (খাতওয়ারী) পরিমাণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ছকঃ ৬ *(লক্ষ টাকায়)*

ক্রঃ নং	ব্যাংক	ঋণের পরিমাণ					
		শহর (১)	গ্রাম (২)	পুরুষ (৩)	নারী (৪)	অন্যান্য (৫)	মোট (১)+(২) =(৩)+(৪)+(৫)
১।	ব্যাংক এশিয়া লি.	১,০০০.১১	৯,৩০৬.১৯	৩,১০২.৮০	৭০৯.৫৪	৬,৪৯৩.৯৫	১০,৩০৬.২৯
২।	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	১০৫.২৪	৪১১.৪৪	৫১৪.০৪	২.৬৪	০	৫১৬.৬৮
৩।	মধুমতি ব্যাংক লি.	০	০৯	৮.৫০	০.৫০	০	০৯
৪।	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	২৫	২৭.৫০	৪৬.৫০	৬	০	৫২.৫০
	মোট	১,১৩০.৩৫	৯,৭৫৪.১৩	৩,৬৭১.৮৪	৭১৮.৬৮	৬,৪৯৩.৯৫	১০,৮৮৪.৪৭

এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলো শুধু হিসাব খোলা/পরিচালনা করা ও রেমিট্যান্স বিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, ঋণ বিতরণের মাধ্যমে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করে গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল রাখার ব্যাপারেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ৪টি ব্যাংক তাদের ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেছে। উক্ত ৪টি ব্যাংক কর্তৃক সর্বমোট ১০,৮৮৪.৪৭ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ প্রবাহের ধারা থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, শহরের তুলনায় গ্রামে ঋণ প্রবাহের পরিমাণ বেশি। এজেন্ট আউটলেট এর মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের চিত্র নিচে দেয়া হলো ঃ

চিত্রঃ ৭

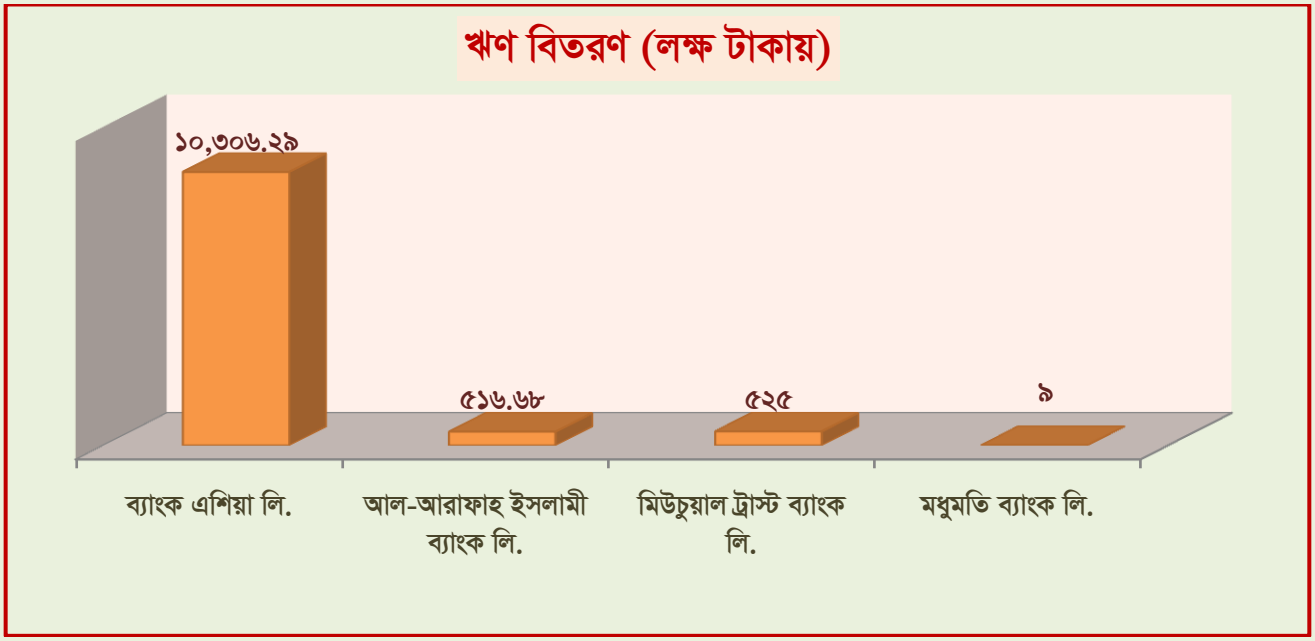

চিত্র-৫ এ দেখা যায়, ব্যাংক এশিয়া লি. তাদের এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ১০,৩০৬.২৯ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করে ঋণ বিতরণের শীর্ষে অবস্থান করছে। ঋণ বিতরণে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ব্যাংকসমূহ এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চালু করতে পারেনি। কিন্তু ২০১৭ সালে বিপুল পরিমাণ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে শহরের তুলনায় গ্রামে প্রায় ৯ গুণ বেশি।

রেমিট্যান্স:

রেমিট্যান্স সেবা প্রদানে এজেন্ট ব্যাংকিং বেশ কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে রেমিট্যান্স সেবা প্রদানে এজেন্ট ব্যাংকিং অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংকের শাখার ন্যায় এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটগুলো তুলনামূলক সহজ পদ্ধতিতে ও দ্রুততম সময়ে এ সেবা প্রদান করছে। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ১৪ টি ব্যাংকের ৪,১৫৭ টি আউটলেটের মাধ্যমে সর্বমোট ১,৯৮,২০১.৮২ লক্ষ টাকা রেমিট্যান্স বিতরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে গ্রামাঞ্চলে বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ সর্বমোট ১,৭৮,২৬৪.১০ লক্ষ টাকা এবং শহরাঞ্চলে বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ সর্বমোট ১৯,৯৩৭.৬৮ লক্ষ টাকা। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের তথ্য নিচে তুলে ধরা হলোঃ

ছকঃ ৭

ক্রঃ নং	ব্যাংক	ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স (লক্ষ টাকায়)		
		শহর	গ্রাম	মোট
১।	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	১১,৮৮৭.০১	৬৪,০২১.৩৬	৭৫,৯০৮.৩৭
২।	ব্যাংক এশিয়া লি.	৬,৮৯১.৮৯	৭৯,৩৭০.৬৫	৮৬,২৬২.৫৪
৩।	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	৭৬৬.০৯	৩০,৫৬২.৬৫	৩১,৩২৮.৭৪
৪।	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	০	৫৩.০২	৫৩.০২
৫।	মধুমতি ব্যাংক লি.	০	৬৪.৩৩	৬৪.৩৩
৬।	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১৩৬	১,৮৩৮	১৯৭৪.০০
৭।	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৫.৭২	৯.২০	১৪.৯২
৮।	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	০.৭৬	৭৪৫.৬৬	৭৪৬.৪২
৯।	অগ্রণী ব্যাংক লি.	২৩০.২১	১,২৫৩.২৪	১৪৮৩.৪৫
১০।	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	০	১৪৮.১৪	১৪৮.১৪
১১।	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	০	৩.৩৯	৩.৩৯
১২।	দি সিটি ব্যাংক লি.	২০	৭০	৯০
১৩।	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	০	১২৪.৫০	১২৪.৫০
১৪।	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	০	০	০
	মোট	**১৯,৯৩৭.৬৮**	**১,৭৮,২৬৪.১০**	**১,৯৮,২০১.৮২**

৫.২। রেমিট্যান্স বিতরণের চিত্র নিম্নরূপঃ

চিত্রঃ ৮

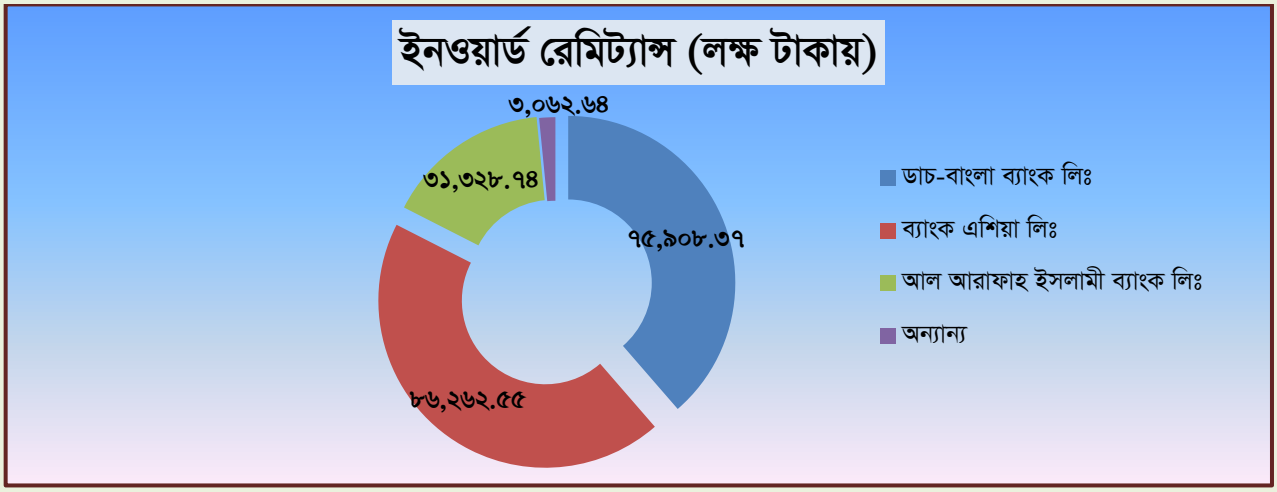

চিত্র-৮ হতে দেখা যায় যে, ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত রেমিট্যান্স বিতরণে শীর্ষে অবস্থান করা ব্যাংক এশিয়া লি. কর্তৃক **৮৬,২৬২.৫৪** লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি. কর্তৃক **৭৫,৯০৮.৩৭** লক্ষ টাকা, এবং তৃতীয় অবস্থানে থাকা আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি. কর্তৃক **৩১,৩২৮.৭৪** লক্ষ টাকা রেমিট্যান্স বিতরণ করা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, শহরে বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের প্রায় ০৯ গুণ বেশি গ্রামে বিতরণ করা হয়েছে।

তাছাড়া, ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩০,৯৫৬ লক্ষ টাকা। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৯৮,২০১.৮২ লক্ষ টাকা। ২০১৬ ও ২০১৭ সালের ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স এর তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ

চিত্র ঃ ৯

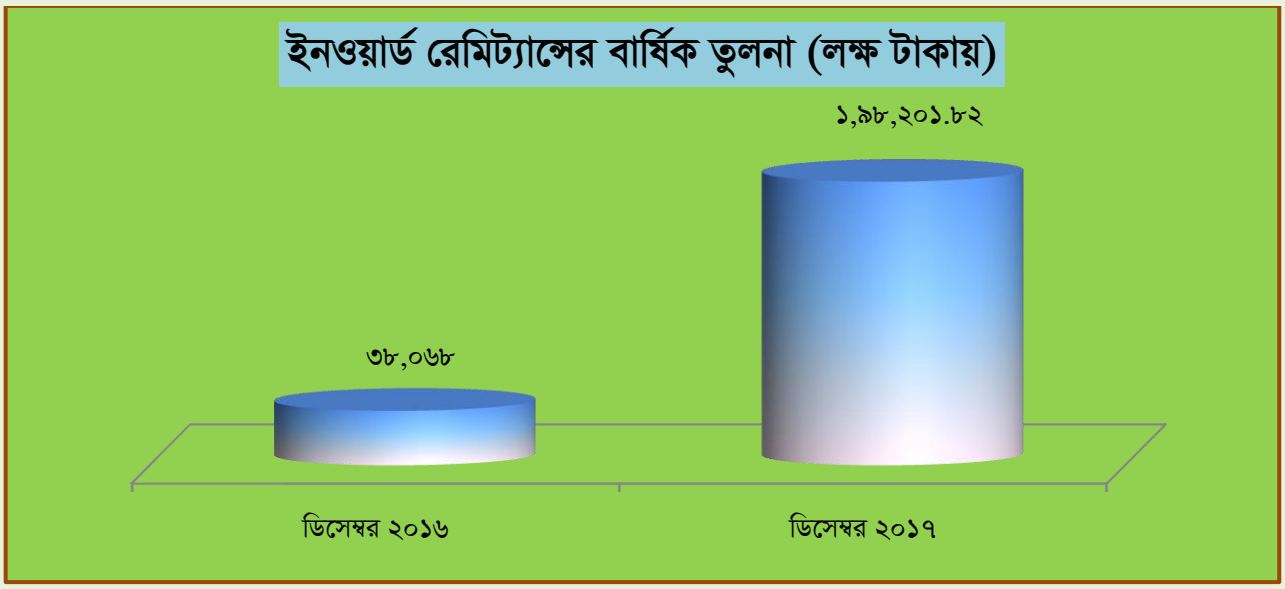

উপসংহারঃ

জনবহুল বাংলাদেশের সিংহভাগ জনগোষ্ঠীর বাস গ্রামে। গ্রামীণ জনপদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এজেন্ট ব্যাংকিং একটি কার্যকরী উদ্যোগ বলে বিবেচিত হচ্ছে। সরাসরি ব্যাংকে না গিয়েও হাতের নাগালে বিশ্বস্ত ব্যাংকিং সেবা পাওয়ায় প্রবাসী শ্রমিক থেকে শুরু করে গ্রামের সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট এজেন্ট ব্যাংকিং সেবার জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ব্যাংকগুলোও তাদের এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রতিনিয়ত প্রসারিত করছে। ব্যাংকগুলোর প্রেরিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনায় এ বিষয়ে ইতিবাচক চিত্র ফুটে উঠেছে। সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন হতে আরো স্পষ্ট হয়েছে যে, সারা দেশে বিশেষতঃ গ্রামীণ জনপদে অর্থাৎ জাতীয় অর্থনীতির তৃণমূল পর্যায়ে এজেন্ট ব্যাংকিং দ্রুত বিকাশ লাভ করছে। আগামী দিনে এজেন্ট ব্যাংকিং সমগ্র ব্যাংকিং খাত তথা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে আমুল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।